প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬০। প্রকাশক: কমলেশ সেন .কবিতা শান্তি পরিষদ। ২৩ জনক রোড। কলকাতা-২৯। মুদ্রক এস্‌সি, প্রিণ্টার্স, ১৭।১, মদন গোপাল লেন, কলকাতা-১২।

পরিবেশক। কারেণ্ট বুক এজেন্সি। হিন্দুস্থান মার্ট, কলকাতা-২৯।

আবুবকর সিদ্দিককে

একটা গান করবে কমরেড
একটা গান
যে গান আমাকে আজ
দুরন্ত এ দুনিয়ায়
বিষুব রেখার এই
তীব্র নদীটির জলে
স্নানে নাম ব

একটা গান
কমরেড
একটা গান
আমি তৃষ্ণার্ত
তৃষ্ণার্ত এ বৈশাখের আকাশের মত।

কবি কোন বিশেষ ব্যক্তি নন। তিনি কোটি কোটি জনতার একজন। তিনি যখন সহজ কণ্ঠে কথা বলেন কিম্বা রাগে ফুলতে ফুলতে অসহ্য হয়ে ওঠেন, অথবা কলম হাতে নিজেকে বিভূষিত করেন তখন তিনি অন্য কোন কল্পলোকের অলংকৃত ব্যক্তি নন। তিনি লক্ষ জোড়া পায়ের তালে তালে কদম বাড়ান, সংঘাতে মুখরিত হন, আর্তনাদে ঘৃণায় প্রতিফলিত করেন তাঁর চিন্তার সেই অনন্ত বেয়নট।

কবি তাই জনতার মহৎ প্রকাশ, তার আশা আকাঙ্ক্ষার এক রূপময় ভাষণ। তিনি যোদ্ধা, তিনি রুদ্র মানুষ, তিনি ভালবাসার সন্তান। কবিতার ভাষা তাই জনতার ভাষা —লড়াইএর এক আশ্চর্য হাতিয়ার।

কমলেশ সেন

জোয়ারের টান

দুঃসময়ে জোয়ার এসেছে
প্রাচীন এ নদীটার
মজা মন ভেঙে ভেঙে
শঙ্খের মত শব্দে
জোয়ার এসেছে।

এ জোয়ার মানুষের
এ জোয়ার জীবনের
এ জোয়ার পৃথিবীর দ্রবীভূত গভীর হৃদয়।

ও মাঝি
ও মাঝি ভাই...হেই মাঝি ভাই.
তুমি এই ভারতবর্ষে ক্রান্তিকালে
নোঙর করেছ।

এখন যে এই মেঘ উঠেছে
মৌমাছিরা মাতাল হয়ে
গুন গুন গুন গান ধরেছে
আকাশে বক উড়ছে
ঢেউ উঠছে
পৃথিবীটা লক্ষ ঘোড়ায় ছুটে
বুক চিরে হৃদয়ে ঢুকছে

হে মানুষ
হে মাঝি ভাই,
আমিও—
আমিও এই জোয়ারের জন্যে
কত দিন ধরে বসে আছি।

ঘনিষ্ঠ জীবন

মানুষ,
আমি দেখতে ঠিক তোমারই মত
তোমারই মত চলি
গান গাই
একই যন্ত্রণায়
একই অত্যাচারে
একই কারাগারে পাশাপাশি
আশ্চর্য জীবন কাটাই
আমি যে তুমি
বন্ধু, তুমি
তাই জীবনের এত মিষ্টি স্বাদ।

অথচ আমার
পায় বেড়ি পরিয়ে
তোমাদের মাঝখানে
সম্পূর্ণ আলাদা করে
বাসস্থান বেঁধে দেওয়া হল
পুরুষ পুরুষ ধরে
একটি প্রদীপ নিয়ে আমি
বন্দী হই
কর দিই
হাড়গুলো ফেলে রেখে একদিন
চলে যাই......

আর যে পারিনে
পারিনে
এ বছর আর যে পারিনে

যে মাটিতে আছি
বেঁচে আছি,
এখানে বাতাস বয়
শীত গ্রীষ্ম হেমন্ত ফাল্গুন
একে একে ঋতুগুলো, মাসগুলো
হৃদয়কে নেড়ে দিয়ে যায়
শিউলি ঝরে
বিষ্টি পড়ে
নরম বাতাসে করে তোমার কথা
আমার বুকে ফিসফিসিয়ে ঢোকে
—গান হয়
তোমার বাথায় আমি ঘুমোতে পারিনা
বসতে পারিনা
হাঁটতেও পারিনা
বছর, যুগ, শতাব্দী শেষ হয়
আমি মানুষের গান শুনি
কথা শুনি
আর তার কাছে
আরও কাছে যাব বলে
প্রচণ্ড আবেগে বৈশাখের সূর্য হয়ে উঠি।

এবং
তোমার বুকে নিশ্বাসের সাথে ঢুকে দেখি
একই যন্ত্রণায় গাঢ় দুটি বুক
রাত্তিরের সমুদ্র হয়ে আছে।
উপরে আকাশে
নীল স্থির অগণ্য তারকা,

তোমার আমার ঘনিষ্ঠতায় তার আলো।

পাগলা ঘন্টি বাজে

একটি পাতার শব্দে
চৌকীদার কেঁপে ওঠে।

আর আমি
পলো হাতে, ঘামে ভিজে
মানুষের কথা নিয়ে,
দর্প নিয়ে
আত্মকেন্দ্র আবছায়া—
নীরবতা ভেঙে
গান গেয়ে
ঝড় হয়ে
গনগনে শাস্তি হয়ে
কবিতার সংসারে ঢুকেছি।

ওই শোন—
পাগলা ঘন্টি বাজে
নির্মম জ্যোৎস্নায় বাজে
বুক ফেটে যায়,
ওষ্ঠ ফেটে যায়।
করাঘাতের শব্দ শোন
কান্না আর আর্তনাদ শোন—
পড়ো বাড়িটায় আজ সৈনিক ঢুকেছে।

কারা যেন ডানা ঝাপটায়
কারা যেন অন্ধকারে উড়ে যায়
কারা যেন পা টিপে টিপে হেঁটে যায়।

কুয়াশা থেকে রোদ্দুর

তাকে ধরতে গিয়ে আমার হাত কাঁপল
কেননা আমার এই হাত—
এর নখের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা।
জগডুমুরের কর্কশ পাতার ফাঁকে
সোনাঘুঘুর বাসা ছাড়িয়ে
সেই তেপান্তর।
সেখানে 'বুড়ির ঘর' বানিয়ে
ছেলেরা আগুন জেলেছে।
পাশেই কলাইয়ের খেত
'শকুন্তলা'র মত শিষগুলো
আগুন আর হাওয়ায় দুলছে।

আমার হাত-পা কাঁপছে,
আমি একটা প্রাচীন গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
নখের কুয়াশায় গভীর হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলেরা আমাকে ডাকছিল—
আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল।
ওরা ছুটে এল
এক জন···
কি যেন নাম তার···
কিছুতেই মনে পড়ছেনা
তার নামের মানে—শাস্তি অথবা মানুষ
দুই-ই হয়।
সে আমার হাত ধরল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম
কষ্ট হল না—
একদিন আমার মনে হয়েছিল—
আমার হাত-পায়ের নীচে বুঝি
শিকড় গজিয়ে গেছে !
আমি আর কোনদিন হাঁটতে পারব না,
কোনদিন কারো হাত ধরতে পারব না।

আমার ভয় লাগছিল—
আমার হাত-পায়ের কুয়াশা দেখলে
ও নিশ্চয়ই ঝটকা দিয়ে ফেলে দেবে।
কিন্তু আমি তিনবার ফিরিয়ে নিয়েও
হাত ধরলাম বন্ধুর মত
সাহস করে নিজেকে মেলে ধরলাম
ও বলল :
আশ্চর্য !
নদীটা কি একদিনে
পাহাড় থেকে সমুদ্রে পৌঁছায় !
না, গলে গলে নামে,
বেগ পায়, অবশেষে বিশাল মোহনা।

আমি তোমায় ডাকছি

বিধ্বস্ত মাটির পরে
চোখ বুজে পড়ে আছ—
শরীরে তোমার সময়ের ছাপ।

জান না—
আজ কত বছর হল,
পার্শ্বে তোমার
একটা অত্যাচারী যুগের কঙ্কাল
পুড়ে যাওয়া অবক্ষয়ী চাবুক একটা
বিপক্ষ সৈন্যের স্তব্ধ কামান
জঙধরা বিষণ্ণ শিকল।

আজ ওঠ—
আমি তোমায় ডাকছি
কত অরণ্য নদী সমুদ্র মরুভূমি ঘুরে
তোমার কাঁধের কাছে ওষ্ঠ রেখেছি
আমার চুলে হেমন্তের শিশির
তুমি চোখ ধুয়ে
ব্যথা ধুয়ে, দ্বিধা ধুয়ে,
সমস্ত দুশ্চিন্তা ধুয়ে
দেখ—
সূর্যের সমুদ্র
সমুদ্রে সূর্য অথৈ
তোমার স্নান
আমার স্নান
দুর্দান্ত ঢেউয়ের মধ্যে
এস,
একটু উপলব্ধি করি।

তারপর এইখানে

পাঁচটি প্রহরীকে বন্দী করে
দুঃসময়ের উপর দিয়ে টেনে টেনে
তাঁদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করেছিলে।
তারপর সেখানে
কলঙ্কের মাছি আর মিথ্যার বিষ দিয়ে
ঘরে ঘরে কড়া নেড়ে নেড়ে, ঘণ্টা টেনে টেনে বলেছিলে :

"বাইরে এসনা কেউ, চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর রাত
আর তা ছাড়া,
তোমাদের প্রতিবেশী কেউ আর বেঁচে নেই।"

তারপর এইখানে, এই বিচ্ছিন্ন লোকালয়ে
তৃষ্ণার জলের অভাব দেখা দিয়েছিল
নিশ্বাসের বাতাসের ঘাটতি পড়েছিল
এবং জর্জরিত মানুষের বুকে ভালবাসা বার বার যেন
উজ্জ্বল চাঁদের মত
পাহাড়ের, জঙ্গলের অন্ধকার ভেঙে উঠছিল।

জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল
দরজাটা ধাক্কায় ধাক্কায় খুলে গিয়েছিল।
বাইরে দাঁড়িয়ে দেখি—
সবাই আমাকে বহুক্ষণ ধরে ডাকছে
সেই পাঁচটি প্রহরী সবার সামনে
তাঁদের দেহে ঘামের পরে সাতটি তারার আলো।

সাপুড়ে

দীর্ঘশ্বাসে নেভেনি প্রদীপ
প্রদীপটি নিভে গেলে
এই রাত, এই গাঢ় রাত কাটান দুষ্কর,
কুয়াশার দেহ ভেদ করে
আসবেনা তারার আলো এত দূরে।
তাই, এ হিংস্র হাওয়া থেকে তার দেহ
বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি।

কেননা, এখন
এই ঢালু জমি বেয়ে
গলিত কেউটের মত দুঃখ নেমে আসে,
শহরে, বন্দরে, গ্রামে যেন এক উগ্র অশ্ব
মানুষের ক্ষুধা নিয়ে তাণ্ডব চালায়
পিঠে নিয়ে তার প্রিয় বর্গী মনিব।

তবুও দুঃখের স্রোতে,
গলিত কেউটের স্রোতে
এ ঢালু জমির পরে ঘর বেঁধে আছি
—এখানে মৃত্যুকে ধরে ঠেসে রাখি বিষন্ন ঝাঁপিতে
পটু এক সাপুড়ের মত।

মৌসুমী বিষ্টি

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া
এক সংশয়ের কাঁথা মুড়ি দিয়ে
এক কোণে শুয়েই ছিলাম
জ্বর জ্বর গন্ধ ছিল
দুর্বলতা ভেঙে ভেঙে আসছিল
বাইরে বিষ্টির শব্দ...
চোখ দুটো বুজেই ছিলাম
বিষ্টির ছাঁটের মত অনুভূতি ধুয়ে দিল
মুখ চোখ :

কত রক্ত দিলাম, কে জানে !
শুয়ে আছি দীর্ঘ দিন
পুরুষ পুরুষ
বিছানায় ক্লান্ত চোপ, স্মৃতি, ইতিহাস।

—এই ইতিহাস বুঝি বিষ্টি পেয়ে
আখের চারার মত
দীর্ঘ হয়,
রক্তে তার স্বর খবে পাতা নড়ে
দোলা খায়,
ব্যথা পেয়ে বেঁচে উঠি
বুক থেকে দুঃখগুলো টাল খেয়ে
ঘুরে পড়ে
আমি নগ্নপায়ে
শরীরে বিদ্যুৎ মেখে
মৌসুমী বিষ্টিতে ভিজি ভিজি ভিজি
আমাকে ঘিরে সাঁওতাল মেয়েদের মত
নাচে এই কাল।

এই প্রান্তে

লিক লিকে দুখানি পা
যা একটু হাঁটলেই
জড়িয়ে যেত।

অথচ আজ তারা
হাজার মাইল হাঁটল
পার হল অভিশাপের কালীয় দহ
আর গ্লানির পিছল পাহাড়।

গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনি আঁতকে উঠে
তাদের পিছু ডাকছে
বুকটা তার কলার পাতার মত কাঁপে
ঢং ঢং শব্দটা
বাঁধের ফাটল থেকে জল পড়ার মত
ভয় পাওয়া কান্নার মত মনে হয়।
শব্দ বলে :

কোথায় যাও ?
ফিরে এস
ওই স্বার্থ ক্রুদ্ধ ঈশ্বর আর
সাত পুরুষের বাধ্য-জীবন
ওই পথে ফিরে এস
স্বর্গে গিয়ে শান্তি খুঁজে নিও।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য হয়ে ভাবে—

গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, সিংহাসন :

পৃথিবী কি

ভোরের পাখির মত

অনন্ত আকাশে ঝাঁপ দেবে !

ততক্ষণে ওই প্রান্তে

সবচেয়ে ক্ষুধার্ত সমুদ্রে ওরা

ওই লিক লিকে কঠিন শরীরগুলো

অনায়াসে নেমে যায়।

দর্পিত প্রহরে

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে
মা
এই সন্তানকে
উলঙ্গ ভূমির পরে সঁপে দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে
রাজার মহল থেকে
বারটি গণৎকার আমাকে তুলে নিয়ে
রেড়ীর প্রদীপ জ্বেলে
একই ঘরে বার মাস রেখে
আমার ভাগ্য
মৃত্যু
ফাঁড়া ইত্যাদি
নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

চলতে গেলে
আমার ভয় করত
অন্ধকারে পা দিতে গেলে
পৃথিবীটা
যেন একটা সরীসৃপের মত
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত।

অথচ আমার পৃথিবী
যেখানে মানুষ আছে
নদী

ফেরো

সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, আকাশ
থরে থরে

দিনে
দিনে
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর
হতে হতে
গায়ে ঠেকতে লাগল দেয়ালের মত
কারাগারের মত।

এ কেমন হল!
ভাবি…
ওদিকে যৌবন জীবন রুখে ওঠে
চীৎকার করি—
কে আছো?
মৃত্যু, ফাঁড়া গণৎকার কারো
চিহ্নও মেলে না
প্রতিবেশী বলে:

"কাজ বুঝে নাও তোমার
অনেক কাল তো এমনই কাটল।"

সমুদ্রের স্বাদ

আমার এই দুখানি পা
আজ
পাহাড়ী নদীর মত চলে।

অথচ একদিন একে
বেঁধে দেওয়া হয়েছিল
ভয়
আর নিয়তির অদৃশ্য শিকলে।

ভাবতাম :
ভীষণভাবে বাঁধা
আমি জন্মক্ষণে এ শিকল
নিয়েই এসেছি।
কষ্টের চেয়ে
ভয় ছিল
আরও গাঢ়
উলঙ্গ দানবের মত।

আমি পাহাড় দেখে
ভীষণ বিমর্ষ হয়ে গুটিয়ে যেতাম
দেশের নদীটি
যার নাম দড়াটানা তার ওই পাড়
আমার জীবন থেকে ছিল বহুদূরে
ঢেউয়ের ভয়

পড়ে যাওয়ার ভয়
আমি এক পা রোদ্দুরে
এক পা ছায়ায় রেখে
কতকাল দাঁড়িয়ে ছিলাম !

একদিন
সকাল থেকে সন্ধে
তার পর বহুদিন
মানুষের কাঁধে হাত রেখে ঘুরলাম
আনাচ কানাচ
জনপথ শহর বন্দর গ্রাম

পৃথিবী আমার মধ্যে
ঘুরতে ঘুরতে এসে
একাকার হয়ে গেল
হৃদয়টা নদী হয়ে
নামল
দুরন্ত নদী
দেশময় এখন ছুটি
আনন্দ পাই, বাঁচি।

এই দিনকালে

চলছ—
কিন্তু পূর্বপুরুষের সেই ভঙ্গি
পায় টলটলায়মান খড়ম
শরীরের বোঝায় ঘাড় নীচু
ভেঙে আসা
চোখ দুটো কুয়াশার মত।

ঠিক এ জন্যই
দেশ আমার মানুষের থেকে বহুদূরে।
জানি,
এখানেও ফোটে ফুল, ঝরে যায়
ফল ধরে
বীজ হয়
—এইভাবে বস্তুর বিনাশ আর
বস্তুর উদ্ভব হয়।

তবুও তবুও ভাই,
এই দিনকালে ওই ঝাঁপি কাঁধে নিয়ে
সেই তীর্থযাত্রীটির মত দাঁড়িয়ে থেকো না।
যে ভাবত :
বিবর্তনে বিবর্তনে একদিন এ পাহাড়
ধুলো হয়ে সমতলভূমি হয়ে যাবে

আর সে তখন
কমণ্ডলু হাতে হেঁটে যাবে ওই প্রান্তে।

আজ সে কোথায়
কোথায় কোথায় তার পদচিহ্ন
চেয়ে ত্যাখ—
খুঁজেও পাবে না।
পৃথিবী ডাকছে
দিন ডাকছে
গড়ে উঠছে নোতুন সংসার
আহা, এমন দিনে দাঁড়িয়ে থেকো না
শরীরটা নদী হয়ে যাক
চোখ দুটো নীল নীল গাঢ় নীল হয়ে
আকাশের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

অন্ধকারটা পা দিয়ে মুছে দিতে

জীবনটা সচল
এই মাতাল দিনে আমি কেমন করে
দ্বীপের মত
চুপটি মেরে থাকি !

পা আমার ঝনঝনিয়ে বাজে
চুলগুলো মেঘ হয়
ঝুম ঝুম ঝুম
বুকের মধ্যে ঝর্ণা
না
মেঘনা পদ্মা রূপসা—
আমার মা
আমি বুঝি না বুঝি না…

দ্বীপের মত জীবন
তবু
ঝড় বুক পেতে নেই
ঝিলিকটা রক্তের মত
আমি ভীষণ দুঃসাহসী
অন্ধকারটা পা দিয়ে মুছে দিতে যাই—

অমনি পিছন থেকে কে যেন জাপটে ধরে
অন্ধকারের, শয়তানের গন্ধ পাই

উ.নিপ

অথচ একেই আমি দেখেছি
এ সভ্যতার আশ্চর্য সংসারে।

তার হাত ছাড়িয়ে দিতে আমি
যুদ্ধ করি—
যুদ্ধ করছি
আকাশের দিকে এক হাত
মাটির দিকে এক হাত
আকাশটা রঙ ধরেছে
যেন একটা বিপুলকায় ঘোড়া
লক লক করে এগিয়ে চলেছে

আমার মুখে বিষণ্ণতা ছিল
আমি হাসলাম
প্রাণভরে হাসলাম
কিন্তু পরক্ষণেই
চোখটা আমার পুড়ে উঠল—

এক কোণে
কালো একটা মেঘের পাশে
মেঘটা সরিয়ে দেখি—
মধ্যবিত্ত মা আমার।
মা,
এমন দিনে কাঁদিসনে
আর একবার
আর একবার তুই আমার জন্ম দেখ।

এই সমুদ্রের পাড়ে

অবশেষে—
আমারও বুকের কাছে
উনুনটা এগিয়ে আনা হল।

আমি তো তৎক্ষণে এই শতাব্দীর হৃদয়—
গনগনে ছুরন্ত ঘোড়াটায়
চেপে বসেছি ;
সে আমাকে পিঠে বসিয়েই ছুটছে
তেপান্তর থেকে তেপান্তরে
মানুষের হৃদয়ের ঘরে ঘরে।

পাখির ডানার মত আকাশের ছোঁয়া লাগে
রোদ্দুরের রঙ—
আ-হ্, জীবনের কি আশ্চর্য স্বাদ !
তাকে বলি :
"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে···
কোথায় ছিলে ?"
সে আমার বুকের উপরে
উষ্ণ নিশ্বাস ছেড়ে দিল—
আমি আজকের পৃথিবীর
গন্ধ নিলাম,
বুকভরে গন্ধ নিয়ে
তন্ময় হলাম—

চোখটা তখন বুজে আসছে
অথচ বুঝতে পারছি—
আমি চলছি।
জ্যোৎস্নায় আমার ছায়া নাচছে
পৃথিবীতে আমার ছায়া।

ভোর রাতে ঘোড়াটা আমাকে
এক সমুদ্রের পাড়ে
নক্ষত্রের আলোর তলায় নামিয়ে দিল
—সে আমার জন্মভূমি
ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষে ভোর হয় হয়
ডাকছে পাখি
দিগন্তে সূর্যের আভাস।
ভারতবর্ষ,
তোমার আশ্চর্য এই সমুদ্রের পাড়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
আর কতদিন এমন করে
ঠিক একপায় দাঁড়িয়ে
জ্বলব পুড়ব
অথচ স্নান করব না?

এই দুঃখ

এই দুঃখ মুছে দিতে হবে
আমি প্রাতঃস্নান সেরে পায় হেঁটে দেশ ঘুরি।
পালকের মধ্যে হাত দিয়ে হৃদয়ের বুকে হাত রাখি
মৃদু হাসি
কপালে রোদ্দুর লাগে
পায়ের নীচে ঘাস ....
কে যেন দূর বনে বাঁশি বাজায়
একটা সাপের মত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আমি
সেই সুরে মাতাল হই
সুর হই।
চলতে চলতে আমার পূব বাংলা
দেশ
জন্মভূমি
দেখি, হলুদ বনের মত বাতাসে হাতছানি দেয়
বুকটা আমার কাঁচা হলুদের মত রঙে ফেটে পড়ে
—হাসির বেগে উথলে উঠি
ইচ্ছে করে—চীৎকার করে গান করি।

গানটা আমার গাওয়া হয় না
বাঁকের কোলে দেখি—
একজন বন্ধু আমার মধু সংরক্ষণে বিভ্রান্ত
সে অরণ্য খুঁজেছে
নদী খুঁজেছে

খুঁজেছে গোলাপবন, জোনাকির গহন সভা।
এখন সে আষাঢ়ের মেঘের মত
ভেঙে ভেঙে কাঁদছে

'আহা, অসহায় বিষ্টি তুমি!'

আমি যেতে যেতে
বন্ধুর ঘরে ঢুকি—
প্রতিবেশীর, দেশের, পৃথিবীর খবর নিই
তার সমুদ্র হৃদয়ে জ্যোৎস্নার মত উদ্ভাসিত হই
তারপর ওই জ্যোৎস্নাময়
মানুষের দেওয়া ভালবাসা,
সুর
রঙ
নিজের হাতে ছেনে
কুমোরের মত রূপ দিই

বলয়ের মত মানুষ ঘিরে ধরে
আমি একটি আগুন-রঙ কথা
কানের মধ্য দিয়ে বুকে ঠেলে দিই—

দুঃখটা কয়লার মত জ্বলে জ্বলে ছাই হয়
গতির নেশা বাড়ে।

রূপকথা

এবার একটা গল্প শোন,

রাজার পা'র নীচ থেকে
মাটি সরে যেত
রাজা যেখানেই দাঁড়ান
সেখানেই গভীর শূন্যতা।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে
রুক্ষ মেজাজ
রাজা রঙ পাল্টালেন
সবুজ হলুদ হল
হলুদ মেরুন।
মেরুনটা ফিকে করে
লালটাকে তুলে নিয়ে
অনেক দেখলেন—

সেই একই কাণ্ড
সেইভাবে ক্রমশই নীচে নামা
আশ্চর্য অদ্ভুতভাবে তলিয়ে তলিয়ে
পাতালের দিকে নেমে যান।
নানা মানুষ নানা মত দেয়
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
অনুষ্ঠান কার্যকরী হয়—

অথচ নিষ্ফল
সব নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে।
আর্তনাদে প্রাসাদটা ভেঙে ভেঙে কাঁদে
মিনারে মিনারে আর প্রদীপ জ্বলে না।

অবশেষে
বণিকের বুদ্ধি কাজে এল
বণিক রাজাকে মেপে নিয়ে
চোখ ছোট করে বললেন :

"আপনার ওইসব
তলোয়ার
বাঘের চামড়া
মাথার মুকুট, মণিহার
চামড়ার নীচে রেখে দিন।
মানুষের মত ঘুরুন ফিরুন
মৃগয়ার জন্যে আর
অরণ্য নয়
হরিণ বকের পরে
অহিংসায় নম্র হোন।"

"তাই-ই হবে—"
রাজা দীর্ঘশ্বাস নেন
হৃদয়টা পুড়ে যায়
"তবুও তো বাঁচতে হবে"
—নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

তারপর
বছর বছর ধরে

ওই সরঞ্জামগুলো
চামড়ার নীচে থেকে থেকে
রক্তে মিশে গেল।

পূর্বাবস্থা ফিরে এল বটে
সেই ঈশ্বরের সম্মান
দুই বেলা হাড় মাংস ঝোল।

তবুও কোথায় যেন
ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর
উনি ঘুমোতে পারেন না
ঠিক সেই—
মাটি সরে যাবার পূর্বাবস্থা।

বিষ্টি নেমেছে

ফিসফিসিয়ে বিষ্টি নেমেছে
জনারণ্যে জ্যোৎস্নায় বিষ্টি ও মাতাল বাতাস
বিষ্টি পড়ে আফ্রিকায়
কঙ্গোর গাঢ় জলে
কোরিয়ায়
ভারতবর্ষে
সমুদ্রে নিশ্চুপ দ্বীপে
ব্যস্ত মোহনায়।

বন্ধু,
আজ বড় আনন্দের দিন
এবং
সব চেয়ে সতর্ক সময়
ওই শোন
কারাগার থেকে শব্দ আসে··
ওই শোন
বনভূমি মরুভূমি
পার্বত্য অঞ্চল থেকে শব্দ আসে···
···ভাই···হো···
আর ত্থাখ
দিগন্তে কাজল কাজল মেঘ

উত্তর দাও···

এই আমি···এইখানে···।